জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহিম

ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৪ তম বার্ষিক সদস্য সভার সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের সম্মানিত পরিচালক মন্ডলী, উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী, গ্রামীণ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং শহর ও গ্রামের ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে পল্লীর জনগনের নিকট বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭৭ সালে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। এর মাধ্যমে শুরু হয় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং ১৯৯৬ সালের ০৯ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অগ্রযাত্রা। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত, ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একটি সমবায় ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা। ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার ছয়টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৪টি উপজেলার (হরিণাকুন্ডু, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর ও কালিগঞ্জ) আনুষ্ঠানিকভাবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন এর শুভ উদ্বোধন করেছেন এবং অবশিষ্ট ০২ টি উপজেলার (ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপা) শতভাগ বিদ্যুতায়ন শুভ উদ্বোধন এর অপেক্ষায় রয়েছে।

সুধীমন্ডলী, "লাভ নয়-লোকসান নয়" নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তরসহ ০৩টি জোনাল অফিস (মহেশপুর, শৈলকুপা ও কালিগঞ্জ), ০১টি সাব-জোনাল অফিস (হরিণাকুণ্ডু), ০১টি এরিয়া অফিস (কোটচাঁদপুর) ও ১৪টি অভিযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার আওতাধীন সকল এলাকায় বিদ্যুৎ সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বর'২০১৯ মাস পযর্ন্ত ৬,৫০৯ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ করে ১,০৩৯ টি গ্রাম বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ৩,৬৫,৩৮৩ টি বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে অত্র পবিসে ৩৫৭ কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মাণ এবং ১৭২ কিঃ মিঃ বিদ্যমান লাইন আপগেডেশন করা হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীন শিল্পায়ন, বেকার সমস্যার সমাধান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ব্যাপক অবদান রাখছে।

এছাড়াও সিষ্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে লস কমানোর এবং নিরবিচ্ছিন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে একাধিক লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ফিডার বিভাজন, বিতরণ লাইনে স্থাপিত ওভার লোড ট্রান্সফরমার পরিবর্তনের কাজ অব্যাহত আছে। এছাড়াও গুণগত বিদ্যুৎ প্রদানের জন্য ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রাহক হয়রানী রোধে দালালের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও দ্রুত সার্ভিস প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রম অনুসারে সংযোগ প্রদান চলছে এবং সংযোগ আবেদন অন লাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের শতভাগ উপজেলা বিদ্যুতায়ন এবং গ্রাহক সেবা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় বাপবিবোর্ড এবং ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে "আলোর ফেরিওয়ালা" কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর" বাস্তবায়ন এবং বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর করার লক্ষ্যে আবাসিক/শিল্প/বাণিজ্যিক/সিআই সংযোগের ক্ষেত্রে ৫০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত বিনামূল্যে ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য দুই স্প্যান পর্যন্ত বিনামূল্যে লাইন নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। "মুজিববর্ষ" উদযাপনের লক্ষ্যে নানান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এবং হয়রানিমুক্ত, নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহকগণের নিকট বিক্রয় করে থাকে এবং বিক্রয়লব্ধ আয় থেকেই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কাজেই বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রাখার কোন সুযোগ নাই। তাই সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদেরকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে উন্নয়ন ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। চুক্তিবদ্ধ লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করা, অবৈধ সংযোগ, কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে মিটার স্থানান্তর ও পার্শ্ব সংযোগ গ্রহণ ও প্রদান বেআইনী ও শাস্তি যোগ্য অপরাধ। ইহা থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানাচ্ছি। আপনাদের সহযোগিতা পেলে এ সকল অপকর্ম রোধ করে অত্র সমিতিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা সম্ভব।

শত ব্যস্ততার মাঝেও অনেক দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট করে সমিতির বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ সহ উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সেবামূলক সংস্থাগুলোর মধ্যে বিদ্যুতের সেবার মান শীর্ষে আনতে ঝিনাইদহ পবিস আন্তরিক। একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আপনাদের সহায়তা কামনা করছি।

মোঃ ইছাহাক আলী
জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)
ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।